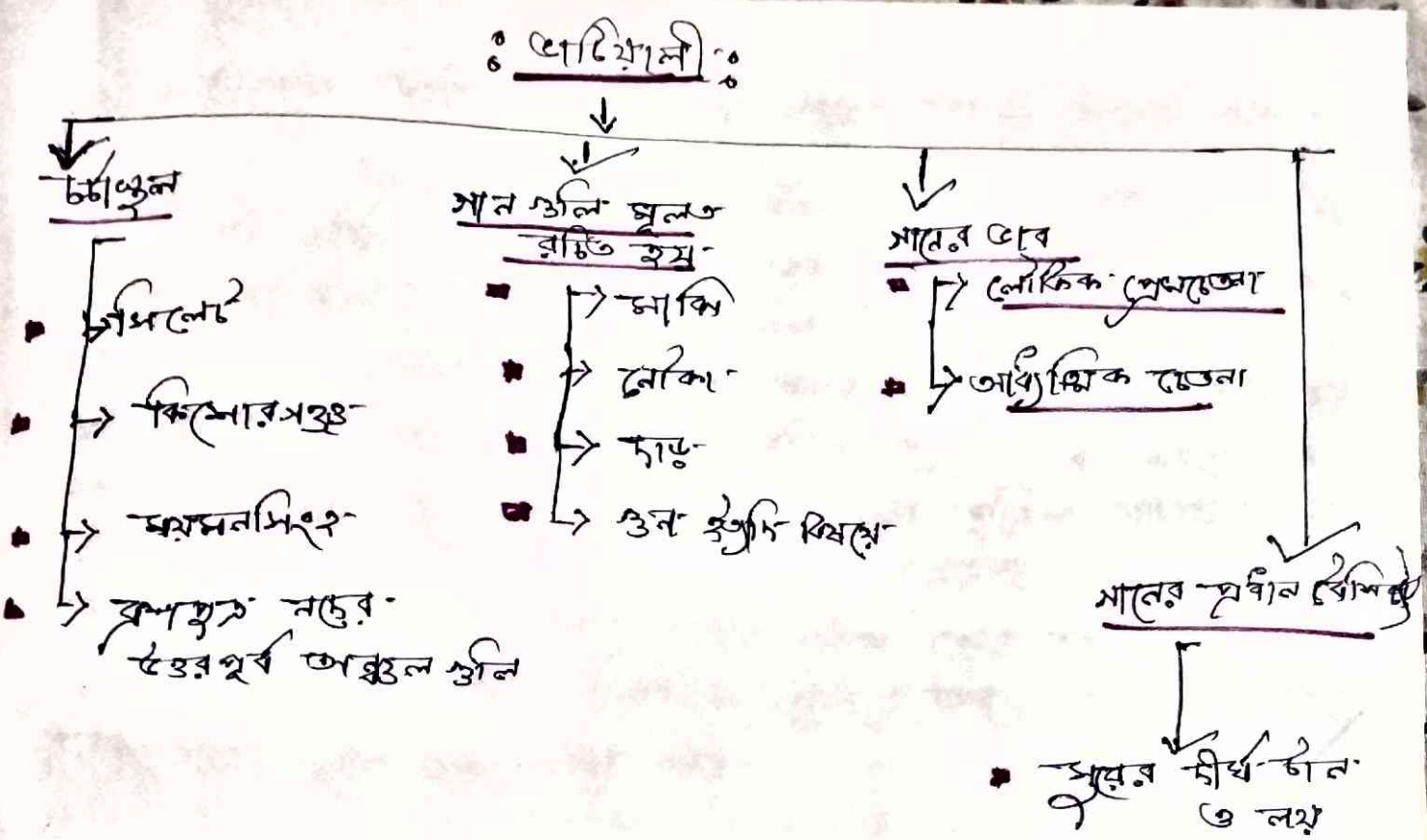

ভাটিয়ালী

- **চর্চাস্থল**
  - সিলেট
  - কিশোরগঞ্জ
  - ময়মনসিংহ
  - ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরপূর্ব অঞ্চলগুলি
- **গানগুলি মূলত রচিত হয়**
  - মাঝি
  - নৌকা
  - দাঁড়
  - গুন ইত্যাদি বিষয়ে
- **গানের ভাব**
  - লৌকিক প্রেমচেতনা
  - আধ্যাত্মিক চেতনা
- **গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য**
  - সুরের দীর্ঘ টান ও লয়

□ "মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না ....."
— গানটির মূল ভাব বিশ্লেষণ কর।

উঃ লোকসংগীতের মধ্যে বাংলার ভাটিয়ালী গান খুবই জনপ্রিয়। ভাটিয়ালী একটি সুর। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য সুরের দীর্ঘ টান ও লয়। প্রচলিত মতে মাঝিমাল্লাদের গান থেকে ভাটিয়ালী সুরের উৎপত্তি। পল্লীকবি জসীমউদ্দীন পূর্ববাংলার নৌকার মাঝি মাল্লাদেরকেই ভাটিয়ালী গানের মুখ্য রূপকার হিসেবেই পরিগণিত করেছে। পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ ও সিলেট বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরপূর্ব অঞ্চলগুলিতেই ভাটিয়ালী গানের মূল সৃষ্টি ও চর্চাস্থল। এতে প্রতিফলিত হয় একদিকে লৌকিক প্রেমচেতনা, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক চেতনা। এ গানগুলো মূলত রচিত হয় মাঝি, নৌকা, দাঁড়, গুন ইত্যাদি বিষয়ে। সাথে থাকে গ্রামীন জীবন, গ্রামীন নারীর প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা, বিরহ আকুলতা ইত্যাদির সম্মিলন। সময়গত তথ্যের খোঁজ করলে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষার

প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদে ভাটিয়ালী গানের নমুনা পাওয়া যায়।

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে" গানটি একটি বিখ্যাত ভাটিয়ালী গান। বাংলার পূর্বাঞ্চলের অসংখ্য নদী-নালায় সবুজ ঘন বন, পাহাড়ের আশপাশ থেকে গাঁ ঘেঁষে ঘেঁষে আঁকা-বাঁকা স্রোত প্রতিনিয়ত একটি কলতান সৃষ্টি করে বয়ে চলে। এই স্রোতের বৈঠার আঘাতে নদীর জলের ঘর্ষণে যে স্পন্দন ও দ্যোতনা তৈরী হয়, তা কোনো কৃত্রিম বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই যেন ভাটির মাঝির জীবন সংগ্রামের প্রেরনা জুগিয়ে তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে। এই "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে" গানটিতে জীবনের যুদ্ধেরই এক রূপকল্প লুকিয়ে আছে। এই গানে আমরা এক বিষাদাত্মক সুর লক্ষ্য করি।

গানটি বিশ্লেষন করতে গিয়ে দেখি যে রূপকার "মাঝি" শব্দটিকে রূপকল্প হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মাঝি অর্থাৎ যে বৈঠা নেরে নৌকাকে চালায়। যে নৌকাকে অসর্ব জলরাশির মধ্যেও একপার থেকে আরেক পারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এখানে গীতিকার বলেছেন তিনি এই বিপুল জলরাশির পথ বেয়ে আর অগ্রসর হতে পারছে না। তাই মাঝিকে বৈঠা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু আবার যদি আমরা এর অন্তরঙ্গ অর্থে দেখি তাহলে বলা যেতে পারে, জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি আর জীবনের বৈঠাকে আর চালনা করতে পারছেন না তাই তিনি আত্মসমর্পন করেছেন।

এর পরেই চরনে তিনি বলেছেন, "সারা দিনম বাইলা / ভাটির নাগাল পাইলাম না / আমি আর বাইতে পারলাম না।" — এই 'বাইতে পারলাম না' ~~একটি~~ ~~বিরুপদ~~ এই কথাটি বিরূপদ হিসেবে গানে ব্যবহৃত হয়েছে। তা আমরা বুঝতেই পারছি। ~~কারণ প্রত্যেক চরণে~~ ~~কারণ প্রত্যেক চরণে~~ অর্থাৎ নৌকার যে রূপকল্প যেমন না আমরা অন্তরঙ্গ অর্থে দেখেছি সেদিক দিয়ে বিচার করলে আমরা দেখব যে, মাঝি বলছে, সে সারা জীবন ধরে জোয়ারের

তার বৈঠাকে চালনা করেছে সে আর ঘাটের নাগাল পায়নি। ফলে সে তার প্রতিদিনকার যে ঘাটের জীবন, যে মাঝির জীবন - সেখানে কিন্তু সে ক্লান্ত হয়ে পরেছে। কিন্তু অন্তরঙ্গ অর্থে যদি আমরা দেখি সেখানে গীতিকার হয়ত বলতে চাইছে যে, পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে; দৈনন্দিন জীবনের অপ্রাপ্তি তুচ্ছ চাওয়া-পাওয়া, হারানোর আক্ষেপ ইত্যাদির মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই গীতিকার বলেছেন, যে, তিনি আর জীবনের বৈঠাকে চালনা করতে পারছেন না।

এর পরের চরণে আমরা দেখি লোকসংগীতের অর্থাৎ ভাটিয়ালী-র বিষাদাত্মক দিকটি এখানে ফুটে উঠেছে। গীতিকার বলেছেন — 'দুঃখের দেশে দুঃখের নদী / কাইন্দা বইয়া যায়' অর্থাৎ প্রত্যেকের জীবনে দুঃখ, বেদনা সবসময়ই ক্রিয়া করে, সুখ কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্যই থাকে। তাই হয়ত কবি বলতে চেয়েছেন নদী যেমন অবিরাম বইছে সেই নদীর স্রোতের সঙ্গে দেশের-দশের অর্থাৎ মানবমনের সব দুঃখ তা এভাবে কেঁদে বয়ে যায়। দুঃখ কিন্তু নদীর মতই কান্নার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে যায়, যার নাকি কোনো শেষ নেই। তাই এই কান্নার আলাদা কোনো গ্রহণযোগ্যতা অনেক সময়ে আমরা দেই না বা দিতে চাই না। তাই মাঝি কোনো সুখের আশায় কাঁদছে, কেন সে দুদণ্ড সুখ পাওয়ার জন্য চাতকের মত চেয়ে আছে। অর্থাৎ অন্তরঙ্গে কবি বলতে চেয়েছে এই জীবনেও দুঃখের কোনো সীমা নেই তা নদীর জলরাশির মতই অসীম। 'মাঝি' ও 'মন'-এর খুব সুন্দর উপমা গীতিকার ব্যবহার করেছেন। তা সত্যই লক্ষনীয় ও প্রশংসনীয়।

এর পরের চরণেই তিনি বলেছেন, মাঝি যেমন ভরা নদীর বুকে সেই ভয়ঙ্কর স্রোতে তার বৈঠাকে ঠিক ভাবে চালনা করতে পারে না, সে পথ থেকে

কিসে বাহিত হতে থাকে, ভুল পথে বৈঠাকে চালনা করে। কবিরও সে রূপ অবস্থা। অর্থাৎ মনকেই যে দেহ শেষ পর্যন্ত জীবন সায়াহ্নে এসে তার কৃতকর্মের ওপরে বিচার বিশ্লেষণ করে নিজেকে সমর্পণ করতে চায় এবং সমর্পণ করতে গিয়ে দেখে যে, সে ভাঁড়ারও শূন্য। সমর্পণের জায়গা সে খুব একটা কিছু করে রাখে নি। যদি আমরা প্রার্থনার আঙিকে ভাবি এবং কিছু করে রাখে নি বলেই তিনি আক্ষেপ জানাচ্ছেন। অর্থাৎ তিনি মাঝির মতই নিজের জীবনকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারলেন না। তাই কবি ভাগ্যহত।

গানের শেষে এসে মাঝি বলছে যে, সুখ দুঃখের কিনারা বা ঠাঁই সে খুঁজে পেল না তারফলে নৌকাকে সে আর চালতে পারছে না। অর্থাৎ অন্তরঙ্গে অর্থে যদি দেখি তাহলে দেখব যে জীবনের সায়াহ্নে আসা যে গীতিকার নিতি মাঝির মনের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে বলেছেন যে তিনিও জীবনে সুখ-দুঃখের নাগাল পেল না, সুখ-দুঃখের বিচ্ছেদ করতে পারলেন না। এই জীবনের কাছে ~~আত্ম~~ আত্ম-সমর্পণ করাটাই হয়ত তিনি শ্রেয় মনে করলেন তাই তিনি তার জীবনকে এবং নৌকাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না। সুতরাং এ গানটি যেন মানবমনের প্রাণের ~~গভীরে~~ ~~থে~~ গভীর থেকে প্রকাশিত এক অনন্য আকুতি।

Dr. Papri Paul
09. 05. 2020